জৈন দর্শন

"জৈন" শব্দটি এসেছে সংস্কৃত "জিন" (অর্থাৎ, জয়ী) শব্দটি থেকে। যে মানুষ আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি আন্তরিক আবেগগুলিকে জয় করেছেন এবং সেই জয়ের মাধ্যমে পবিত্র অনন্ত জ্ঞান (কেবল জ্ঞান) লাভ করেছেন, তাঁকেই "জিন" বলা হয়। "জিন"দের আচরিত ও প্রচারিত পথের অনুগামীদের বলে "জৈন"।

অনেকান্তবাদ

জৈনদর্শনের আধিবিদ্যিক তত্ত্বটিঅনেকান্তবাদ নামে পরিচিত। জৈনদের কাছে, 'অনেকান্তবাদ' হল মুক্তমনস্ক হওয়া। এর মধ্যে সকল মতাদর্শ গ্রহণ ও বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এর অঙ্গ। জৈন দর্শন এই দর্শনের অনুরাগীদের বিপরীত ও বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে বিবেচনা করার শিক্ষা দেয়। অনেকান্তবাদ বহুত্ববাদকে (একাধিক মতবাদের সহাবস্থান) বিশেষ গুরুত্ব দেয়। সেই সঙ্গে মনে করে সত্য ও বাস্তবতাকে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। কারণ একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা সম্পূর্ণ বিচার করা যায় না।

এই তত্ত্বটিকে জৈনেরা অন্ধের হস্তীদর্শন উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। এই গল্পে এক এক জন অন্ধ এক হাতির এক একটি অঙ্গ স্পর্শ করেছিল। কেউ শুঁড়, কেউ পা, কেউ কান বা কেউ অন্য কিছু ধরেছিল। প্রত্যেকে হাতির যে অঙ্গটি ধরেছিল, হাতি সেই রকম পশু বলে দাবি করে। হাতিটিকে সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ না করতে পেরে তাদের জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় না।অনেকান্তবাদের ধারণাটি পরে প্রসারিত হয় এবং স্যাদবাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়।

স্যাদবাদ

স্যাদবাদ হল অনেকান্তবাদ ধারণা থেকে উৎসারিত একটি মতবাদ। এই মতবাদে প্রতিটি শব্দবন্ধ বা অভিব্যক্তির শুরুতে 'স্যাদ' উপসর্গটি যুক্ত করে অনেকান্তকে ব্যাখ্যা করেছে। সংস্কৃত ভাষায় 'স্যাদ্' শব্দমূলটির অর্থ 'হয়তো'। তবে স্যাদবাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটির অর্থ 'কোনো কোনো উপায়ে' বা 'কোনো কোনো মতে'। সত্য যেহেতু জটিল, তাই কোনো একক উপায়ে এটির পূর্ণ প্রকৃতিটিকে প্রকাশ করা যায় না। সেই কারণে একটি অনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে এবং বক্তব্যের মধ্যে থেকে রক্ষণশীলতাকে বাদ দিতে প্রতিটি অভিব্যক্তিমূলক শব্দের গোড়ায় 'স্যা' কথাটি যুক্ত করা হয়েছে। স্যাদবাদের সাতটি অনির্দিষ্ট ধারণা বা সপ্তভঙ্গি হল:

1. *স্যাদ্-অস্তি*—কোনো কোনো উপায়ে, এটি আছে;
2. *স্যাদ্-নাস্তি*—কোনো কোনো উপায়ে, এটি নেই;
3. *স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি*—কোনো কোনো উপায়ে, এটি আছে এবং এটি নেই;
4. *স্যাদ্-অস্তি-অবক্তব্যঃ*—কোনো কোনো উপায়ে এটি আছে এবং এটি বর্ণনার অতীত;
5. *স্যাদ্-নাস্তি-অবক্তব্যঃ*—কোনো কোনো উপায়ে এটি নেই এবং এটি বর্ণনার অতীত;
6. *স্যাদ্-অস্তি-নাস্তি-অবক্তব্যঃ*—কোনো কোনো উপায়ে এটি আছে, এটি নেই এবং এটি বর্ণনার অতীত;
7. *স্যাদ্-অবক্তব্যঃ*—কোনো কোনো উপায়ে এটি অবক্তব্য।

সাতটি অভিব্যক্তির মাধ্যমে সময়, স্থান, বস্তু ও আকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যের জটিল ও বহুমুখী প্রকৃতটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। সত্যের জটিলতাকে অস্বীকার করা হল গোঁড়ামি-প্রসূত বিপথগামিতা।

স্যাদবাদ হল আংশিক দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব।'নয়বাদ' কথাটি দুটি সংস্কৃত শব্দ নিয়ে গঠিত: 'নয়' (আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি) ও 'বাদ' (দর্শন মতবাদ বা বিতর্ক)। এই মতে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রতিটির বস্তুর অনন্ত দিক রয়েছে। কিন্তু যখন আমরা সেটি কোনো একটি মতের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করি, আমরা শুধুমাত্র সেই মতের সঙ্গে যুক্ত দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করি এবং অন্যান্য দিকগুলি অগ্রাহ্য করি। নয়বাদের মতে দার্শনিক বিবাদের উপত্তির কারণ দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তি এবং আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিই গ্রহণ করি যেগুলি 'আমাদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি'। আমরা হয়তো তা বুঝতে পারি না। ভাষা ও সত্যের জটিল প্রকৃতির বোধগম্যতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে কথা বলতে গিয়ে মহাবীর নয়বাদের ভাষা ব্যবহার করেন। নয়বাদ সত্যের একটি আংশিক অভিপ্রকাশ। এটি আমাদের সত্যকে অংশ ধরে ধরে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

অনেকান্তবাদে অধিকতর পোষাকিভাবে দেখানো হয়েছে যে, বস্তু তাদের গুণাবলি ও অস্তিত্বের ধরন অনুসারে অনন্ত। মানুষের সীমাবদ্ধ ধারণাশক্তি দিয়ে তার সকল দিক ও সকল রূপের ধারণা করা যায় না। শুধুমাত্র কেবলবাদীরাই বস্তুর সকল দিক ও রূপের ধারণা করতে পারেন। অন্যরা শুধু আংশিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই মত অনুসারে, একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সর্বোচ্চ সত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।[1]

Angana Chatterjee,